

AMET (1st RTHD)
1/2/2018/03/06/2018.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের যানজট নিরসনকল্পে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ওবায়দুল কাদের এমপি
মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২২-০৫-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : ১০:০০ ঘটিকা
স্থান : কাঁচপুর-মেঘনা-গোমতী সেতু প্রকল্পের মেঘনা সাইড অফিস, মেঘনা ঘাট
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট- ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতেই তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

২। ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের যানজট নিরসনকল্পে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভায় জাতীয় সংসদের কুমিল্লা-১ আসনের মাননীয় সাংসদ মেজর জেনারেল সুবিধ আলী ভূইয়া, নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় সাংসদ নজরুল ইসলাম বাবু, নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের মাননীয় সাংসদ জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক এবং নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের মাননীয় সাংসদ জনাব সেলিম ওসমান এম.পি সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের যানজট সমস্যা নিয়ে পবিত্র রমজান ও ঈদকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে এ ধরনের একটি সভা অনুষ্ঠান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

৩। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ডিআইজি রেঞ্জ, চট্টগ্রাম, ডিআইজি হাইওয়ে, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সওজ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জোন, প্রকল্প পরিচালক কেএমজি প্রকল্প, বিজেএমইএ, বিকেএমইএ এবং এফবিসিসিআই'র সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ, পুলিশ সুপার কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ, পুলিশ সুপার হাইওয়ে পুলিশ, গাজীপুর, কুমিল্লা, পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত) শিল্পঞ্চল পুলিশ, নারায়ণগঞ্জ, এছাড়া সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থানা ও হাইওয়ে পুলিশ উপস্থিত ছিলেন।

৪। সভাপতি বলেন যে, এ সভাটি ঈদ প্রস্তুতির দ্বিতীয় সভা। প্রথম সভাটি ইতোমধ্যে গাজীপুরের কালিয়াকৈর-এ করা হয়েছে। সভায় মাঠ প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদেরও ডাকা হয়েছে। তৃনমূল পর্যায়ে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ অনেক বাস্তবমুখী কাজ করে থাকেন। সভাটি ঢাকায় না করে মাঠ পর্যায়ে করায় তা অধিকতর অর্থবহ হবে। আগামী ২৫ ও ২৭ মে, ২০১৮ তারিখে যথাক্রমে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় ও ফেনীতে অনুরূপ আরও ২টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি বলেন, আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে ফেনীর ফ্লাইওভার খুলে দেয়া হবে। ফেনীতে বর্তমানে কোন যানজট নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে, সমস্যা অনেক। এটা দুঃখজনক যে, ধৈর্য আমরা

অপর পাতায় দৃষ্টব্য

2M2

দেখাতে পারিনা। গাজীপুর-এলেঙ্গা সড়কে ২০টি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এ সড়কে তেমন কোন সমস্যা নেই। ফিটনেসবিহীন গাড়ি মহাসড়কে চলাচল করবে না। তিনি ঈদের সময় অতিরিক্ত লাভ করার মানসিকতা পরিহার করার জন্য পরিবহন নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান। সভাপতি আরও বলেন যে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ৩টি ব্রিজের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। ব্রিজ ৩ টি নির্মাণে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস পূর্বেই ৩(তিন)টি ব্রিজের কাজ সমাপ্ত হবে এবং এতে প্রায় সাড়ে সাতশত কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। তিনি মিডিয়াসহ সকলকে ধর্ম্য সহকারে সঠিক তথ্য প্রচারের আহবান জানান। তিনি বলেন, রাস্তা ঘাট, ব্রিজ এবং নানা উন্নয়ন কাজ হচ্ছে। দেশের উন্নয়ন যেখানে অপ্রতিরোধ্যভাবে এগিয়ে চলছে সেখানে ইচ্ছা করে কোন কাজ বন্ধ করে রাখা যাবে না। যানজট নিরসনে ইউএনও/ওসিগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। হাইওয়ে পুলিশের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এ বছর বৃষ্টি আছে। তারপরও আমরা আশাবাদি আগামী রমজানে হয়ত আর এ ধরনের সভা করতে হবে না। এ বছরও যানজট সহনীয় পর্যায়ে থাকবে। তিনি দুঃখের সাথে বলেন যে, বড় বড় রাস্তা/ব্রিজ নির্মাণ কাজে এমন কি পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ কাজে দুর্নীতির কথা উঠছে না অথচ সওজ এর কিছু ছোট ছোট কাজে দুর্নীতির কথা শুনতে হচ্ছে। সড়কের কাজ বৃষ্টিতে খুয়ে মুছে যাবে, চলেনের মধ্যে ৩/৪লেন অবৈধ দখলে থাকবে- এ ধরনের সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। তিনি হাইওয়ে পুলিশ, জেলা পুলিশ, উপজেলা প্রশাসন সবাইকে একযোগে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানান। ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওজন স্টেশনে “Touch & Go” সিস্টেম চালু হওয়ার পরও জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে কেউ অনৈতিক সুবিধা নিলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ওয়েস্কেলের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত আছেন তাদের দায়িত্ব অনেক। টোল যারা সংগ্রহ করেন তারা সৎ এবং কমিটেড হলে পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে। টোল সংগ্রহের ক্ষেত্রে শেষ রাতে যাতে কোন অনিয়ম না হয়, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তা কামনা করেন। সভাপতি উপস্থিত মালিক শ্রমিক নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন, ড্রাইভারদের তারা যেন বিশ্রামের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিশ্রামের অভাবে বিরতিহীনভাবে গাড়ি চালিয়ে রেলক্রসিংসহ বিভিন্ন পয়েন্টে ড্রাইভাররা ঘুমিয়ে পড়ে। এতে যানজট প্রকট হওয়া ছাড়াও মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেতে পারে। তিনি আরও বলেন, ঈদের ৩দিন পূর্বে থেকেই অভাব্যবশ্যকীয় পণ্য (গার্মেন্ট সামগ্রী, ঔষধ, পচনশীল দ্রব্য ইত্যাদি) পরিবহন যান ব্যতীত অন্যান্য পরিবহন যান রাস্তায় চলাচল বন্ধ থাকবে। সেই সাথে ঈদের ৪(চার) দিন পূর্বে ও ৪ (চার) দিন পরে মহাসড়কের সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে বলে তিনি নির্দেশনা দেন।

সভাপতি আরো বলেন ‘রাস্তা খারাপ এ কথা আর শুন্য হবে না। রাস্তা খারাপ থাকলে আগামী ০৮-০৬-২০১৮ তারিখের মধ্যে মেরামত করতে হবে। ৪লেন সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হবে। বাস্তবে (field) গিয়ে কাজ করতে হবে। কোন প্রকার অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না। তিনি সড়কের প্রকৌশলীদের সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দেন। আমরা জনসাধারণকে পরিপূর্ণ শান্তি না দিতে পারলেও অন্ততঃ ঈদ উপলক্ষে ঘরমুখী মানুষদের যাতায়াত যাতে স্বস্তি নিশ্চিত করতে পারি তা নিশ্চিত করতে হবে। মহাসড়কে যানজটের বিষয়টি আজ সর্বমহলে আলোচিত, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও এ বিষয়ে সভা করা হচ্ছে। তিনি সওজ প্রকৌশলীদের লক্ষ্য করে বলেন প্রয়োজনে রাত দিন কাজ করতে হবে। পুলিশ বাহিনী দিনরাত অনেক কষ্ট করে, প্রয়োজনে আরও অনেক কষ্ট করতে হবে। কর্মস্থলে সক্রিয় ও পক্ষপাতমুক্তভাবে কাজ করতে হবে। আইন অমান্য করে যারা রং সাইডে গাড়ি চালায় তাদের (সে সব ভিআইপিদের) মুখের দিকে না তাকিয়ে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি সভায় উপস্থিত এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার পক্ষ থেকেও সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করে আসন্ন ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আযহায় গার্মেন্টস ও শিল্প কারখানার কর্মীদের ভিন্ন ভিন্ন তারিখে ছুটি প্রদানের অনুরোধ জানান।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

২০২

৫। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব স্তত:স্ফুৰ্তভাবে সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি ইতোমধ্যেই ঈদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ৩টি সভা হয়েছে অবহিত করে এ সব সভায় যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। এবারও গত ঈদ-উল-ফিতরের চাইতে আরো সুষ্ঠুভাবে ঈদ ব্যবস্থাপনা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৬। ডিআইজি পুলিশ রেঞ্জ, চট্টগ্রাম জানান, পুলিশ যথাযথভাবে এনফোর্সমেন্টের দায়িত্ব পালন করবে। যেভাবে গত বছর পুলিশ সুপার, কুমিল্লা এবং ফেনী দায়িত্ব পালন করেছে এবারও একইভাবে পুলিশের টোটাল টিম মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত থাকবে। তিনি মিডিয়ার সাংবাদিকদেরকে বস্তুনিষ্ঠভাবে রিপোর্টিং করার জন্য অনুরোধ জানান।

৭। ডিআইজি হাইওয়ে পুলিশ বলেন, গত ঈদের মত এবারের ঈদেও জনসাধারণ নির্বিঘ্নে বাড়ী ফিরতে পারবে। মহাসড়কে যে সব গাড়ি নষ্ট হয় সেগুলো দ্রুত রেকারের মাধ্যমে অপসারণ করে রাস্তা সচল রাখা হবে। হাইওয়েতে যাতে রিস্তা, ইজিবাইক না উঠতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ বলেন, মহাসড়কের মেঘনা ব্রীজ থেকে গোমতী পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার মহাসড়ক মুন্সীগঞ্জ জেলার আওতাধীন। গজারিয়া উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের জনগণ ধীর গতির পরিবহনে চলাফেরা করে। এ লক্ষ্যে গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কটির মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

৯। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ সভা আহ্বান করার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি মহাসড়কে যানজট নিরসনের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সাথে আনসার নিয়োগের পরামর্শ রাখেন। তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে স্ব স্ব এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে বলে অভিমত রাখেন। এছাড়াও তিনি ড্রাইভারদেরকে ফরমাল সেটের হিসেবে ঘোষণা করে তাদেরকে নিয়োগবিধির আওতায় আনা, মহাসড়কে ইজিবাইক নিয়ন্ত্রণ এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

১০। উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ যানজট এবং সড়ক নিরাপত্তা ও মেরামত বিষয়ে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন। উক্ত আলোচনা ও প্রতিনিধিবৃন্দের মতামত থেকে নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়ঃ

- অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন রাস্তার মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে;
- ঈদের ৩ (তিন)দিন পূর্ব থেকেই অত্যাবশ্যকীয় ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহন চলাচল উৎস স্থল থেকে নিয়ন্ত্রণ করা না হলে যানজট প্রকট হবে;
- সড়কে ঈদের পূর্ব মুহূর্তে ফিটনেসবিহীন গাড়ির আধিক্য বেড়ে যায় ফলে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পায়;
- মহাসড়কে প্রি-হুইলারসহ ব্যাটারিচালিত গাড়ি, ইজিবাইক ইত্যাদি চলাচল করায় যানজট সৃষ্টি হয়;

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

৯/২

- গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনগুলোতে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন;
- পুলিশের সাথে পর্যাপ্ত সংখ্যক আনসার নিযুক্ত না থাকা;
- যানজটের কাজে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলার চেয়ারম্যানদের সম্পৃক্ত না থাকা;
- সড়কের ড্রাইভারদের নিদিষ্ট কোন স্থানে বিশ্রামের কোন সুযোগ না থাকা;
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় পর্যাপ্ত লজিস্টিক সাপোর্ট না থাকা;
- মহাসড়কের কোথাও কোথাও হাইওয়ে পুলিশ ও জেলা পুলিশের সাথে সমন্বয় না থাকা;
- নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া শহরে প্রবেশের সড়ক ও পথঘাটের জরাজীর্ণ। সড়কটি মেরামত করা প্রয়োজন;
- মুন্সীগঞ্জ-গজারিয়া সড়কটি সংস্কার/মেরামত করা প্রয়োজন;
- শুক্রবারের পরিবর্তে বুধবারে চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা;
- এছাড়া সভায় চট্টগ্রামের নিম্নোক্ত দু'টি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়ঃ

চট্টগ্রাম শহরের নিমতলা-বিশ্বরোড-অলংকার হয়ে সিটিগেইট সড়কটি খুলে না দেয়া;

চট্টগ্রাম বন্দরে/বেসরকারী পোর্টের গাড়ীগুলো মহাসড়কে লোড-আনলোড করা;

১১। সভায় উপরোক্ত সমস্যাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

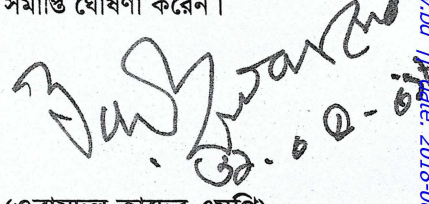
ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	মহাসড়কের সকল ধরনের মেরামত/সংস্কার কাজ আগামী ০৮-০৬-২০১৮ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে;	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী
২.	ঈদের ৩দিন পূর্ব থেকেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (রপ্তানীযোগ্য গার্মেন্ট সামগ্রী, ঔষধ, পচনশীল দ্রব্য ইত্যাদি) পরিবহন যান ব্যতীত অন্যান্য ভারী পরিবহন যান রাস্তায় চলাচল বন্ধ থাকবে। বিজেএমই/বিকেএমই গার্মেন্টস পণ্য পরিবহনে প্রয়োজনে ট্রাক/কাভার্ডভ্যানের সামনে যথোপযুক্ত স্টিকার ব্যবহার করতে পারে;	বিজেএমই/বিকেএমই/পরিব হন মালিক সমিতি/ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন
৩.	ঈদের পূর্বে ৪(চার) দিন ও পরে ৪ (চার) দিন মহাসড়কের সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে হবে;	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪.	গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনে আইপি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে যানবাহন চলাচল মনিটরিং করতে হবে;	প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল) জেলা/হাইওয়ে পুলিশ
৫.	গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনে ট্রাফিক পুলিশকে সহায়তা করার জন্য আনসার নিয়োগ করা হবে;	জননিরাপত্তা বিভাগ

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

৯২

৬.	মহাসড়কে আবশ্যিকভাবে ৪-লেন ট্রাফিক ব্যবস্থা চালু রেখে চলমান উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করত হবে;	সকল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
৭.	ঈদের পূর্বে মহাসড়কে বিকল হয়ে পড়া গাড়ী তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে নিতে সার্বক্ষণিকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক রেকার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;	হাইওয়ে/জেলা পুলিশ/সওজ অধিদপ্তর
৮.	নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই উল্টো পথে গাড়ী চলতে দেয়া যাবে না;	বিআরটিএ/জেলা প্রশাসন/জেলা/হাইওয়ে পুলিশ
৯.	জেলা/পুলিশ প্রশাসন তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে তারা সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করে করণীয় নির্ধারণ করবেন;	জেলা/পুলিশ প্রশাসন
১০.	আসন্ন ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আযহায় গার্মেন্টস ও শিল্প কারখানায় কর্মরত গার্মেন্টস কর্মীদের একই দিন ছুটি প্রদান না করে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে ছুটি ঘোষণা করতে হবে;	বিজেএমই/বিকেএমই/এফবিসিসিআই
১১.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাচপুর, মেঘনা, ভুলতা, মদনপুর পয়েন্টে পুলিশের সাথে সহযোগিতা করার নিমিত্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক আনসার মোতায়ন করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।	জননিরাপত্তা বিভাগ/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা

১২। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(ওবায়দুল কাদের এমপি)
মন্ত্রী

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.০০৬.০২০.১৮-২৮৮

তারিখ: ৩১-০৫-২০১৮ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
৫. অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৬. যুগ্মসচিব, নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর অধিশাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. ডিআইজি, হাইওয়ে রেঞ্জ পুলিশ, টেলিকম ভবন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা
৮. প্রকল্প পরিচালক, কেএমজি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৯. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা জোন
১০. জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ
১১. পুলিশ সুপার, কুমিল্লা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ
১২. পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, কুমিল্লা
১৩. পুলিশ সুপার, শিল্পাঞ্চল পুলিশ, নারায়ণগঞ্জ
১৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল
১৫. সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
১৬. সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২১/১ পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার ঢাকা-১২১৫
১৭. খন্দকার এনায়েত উল্লাহ, মহাসচিব, ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতি, ২১, রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
১৮. জনাব ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডাঃ, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), নারায়ণগঞ্জ/কুমিল্লা
২০. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি/গজারিয়া/সোনারগাঁও
২১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দাউদকান্দি/গজারিয়া/সোনারগাঁও/সিদ্ধিরগঞ্জ
২২. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হাইওয়ে পুলিশ, ময়নামতি/ইলিয়টগঞ্জ/দাউদকান্দি থানা
২৩. জনাব হোসেন আহমেদ মজুমদার, সমন্বয়ক, বাংলাদেশ ট্রাক, কভার্ডভ্যান ট্যাংক-লরী মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, ২৩৫ মসজিদ মার্কেট কমপ্লেক্স, ৪র্থ তলা, তেজগাঁও, ট্রাক টার্মিনাল, ঢাকা
২৪. চৌধুরী জাফর আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, আন্তঃজেলা মালামাল পরিবহন, বাংলাদেশ ট্রাক ও কভার্ডভ্যান মালিক সমিতি
২৫. জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক, কার্যকরী সভাপতি, প্রাইম যুভার

(ড. মোঃ কামরুল আহসান)

যুগ্মসচিব

ফোন : ৯৫৬১২২৫

তারিখ: ৩১-০৫-২০১৮ খ্রিঃ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.০০৬.০২০.১৮-২৮৮/১(১০)

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৪. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা
৭. ডিআইজি রেঞ্জ, ঢাকা
৮. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৯. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)

(ড. মোঃ কামরুল আহসান)

যুগ্মসচিব